

রবের প্রিয় আমল

আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল মিসরি

মুকুন
পাবলিশিং

সূচিপত্র

লেখকের কথা	৯
অনুবাদকের কৈফিয়ত	১২
ভালোবাসার অফুরন্ত দান	১৬
রবের ভালোবাসার নিদর্শন	২১
রবের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা	২৫
রবের ভালোবাসার মর্যাদা	২৭
রবের দিকে যাত্রা	২৮
ফরজ ও নফল আদায়ে তৎপরতা	৩১
আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা	৩৬
তাওবা ও পবিত্রতা অর্জন	৫৮
তাকওয়া	৭৫
সবর বা ধৈর্য ধারণ	১০৯
মুসলিম ভাইকে খুশি করা	১৪৬
ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা	১৫৩
নবিজির সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা	১৮০
আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব	১৯৩
সময় মতো সালাত আদায় করা	২০২
পিতামাতার সাথে সদাচার	২১১
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ	২১৬
দুনিয়া ত্যাগ	২২৪
ইহসান	২৩৩
আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা	২৩৬

লজ্জা ও পর্দা	২৪২
বেশি বেশি যিকির করা	২৪৬
উত্তম চরিত্র	২৫৩
উচ্চ মনোবল	২৫৫
পথ চলতে ভয় পাবেন না	২৫৭
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ও দানশীলতা	২৬২
আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান	২৬৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা	২৭৯
ভালোর নির্দেশ এবং মন্দের প্রতিবাদ	২৮৫
কিয়ামুল লাইল	৩০১
স্বপ্ন, তবু নিয়মিত যে আমল	৩০৪
অন্তিম মুহূর্তে রবের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা	৩১৪
মুমিন ও কাফিরের সাথে আচরণে তারতম্য	৩২০
নরম ও কোমল আচরণ	৩২৫
সাজসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা	৩৩২
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য	৩৩৮
শক্তিশালী মুমিন	৩৪১
দাউদ আলাইহিস সালামের সিয়াম ও সালাত	৩৪৩
জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা	৩৪৯
আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করা	৩৫৩
ন্যায় বিচার	৩৫৬
নিপুণভাবে আমল করা	৩৬১
নিয়ামতের শোকর আদায়	৩৬৩
লেনদেন ও বিচারকার্যে নম্রতা	৩৬৯
হাঁচি দেওয়া	৩৭১
মসজিদ নির্মাণ	৩৭৪
আল্লাহর ভয়ে কান্না	৩৭৮
ক্ষমা	৩৮৭



ভালোবাসার অফুরন্ত দান

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আর যারা তাঁর আনুগত্য করে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং তাঁকে ভয় ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করে তাদের প্রতি তাঁর রয়েছে অসীম করুণা ও বিশেষ ভালোবাসা। আল্লাহর বাণী ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও অনুগ্রহ। আল্লাহর সন্তুষ্টি বান্দার জীবনকে করে সমৃদ্ধ; তাদের সকল কষ্টকে পরিণত করে নেকিতে। তাদের জীবনে নেমে আসে বারাকাহ ও শান্তি। সফলতা হয় তাদের নিত্যসঙ্গী। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তার প্রতি আল্লাহর এরকমই কিছু অনুগ্রহের কথা আমরা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করতে যাচ্ছি, যাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে আমাদের অন্তরগুলো ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

পাপরাশি ক্ষমার ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা কাউকে যখন ভালোবাসেন, তখন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। তার সাথে দয়া ও করুণার আচরণ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।^[১]

জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ

আল্লাহর ভালোবাসার আরেকটি লাভ হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে জাহান্নামে যেতে হতে হবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না।^[২]

কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও রাসুলের সান্নিধ্য

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমি একদিন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম, মসজিদের সামনেই এক লোকের সাথে দেখা। লোকটি বলল, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিয়ামত কখন হবে?’ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?’ লোকটি একটু শান্ত হয়ে বলল, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি বেশি সালাত, বেশি সিয়াম প্রস্তুত করতে পারিনি, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি।’ তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি যাদের ভালোবাস, তাদের সঙ্গেই থাকবে।’^[৩]

ফেরেশতাগণ ও মুমিনগণের ভালোবাসা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, জিবরিলকে ডেকে বলেন, ‘আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩১

[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ১৩৪৬৮

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৪৯

ভালোবাসো।’ তারপর জিবরিল আকাশে ঘোষণা দেন, ‘আল্লাহ তাআলা অমুককে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো’। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এক সময় দুনিয়াবাসীর কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।^[১]

আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا .

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ভালোবাসা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।^[২]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মতে এখানে ভালোবাসা নির্ধারণ অর্থ মুমিন ব্যক্তির জন্য অন্য মুমিনদের অন্তরে ভালোবাসা নির্ধারণ।

সৎকাজ ও মাকবুল দুয়ার সুযোগ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, আমি তার কান হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে ধরে, আমি পা হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে হাঁটে। যদি সে দুয়া করে আমি অবশ্যই তার দুয়া কবুল করি। যদি সে আশ্রয় প্রার্থনা করে, অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।’^[৩]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৪০; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৩৭

[২] সুব্বা নারইয়াম, আযাত : ৯৬

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৫০২



রবের ভালোবাসার নিদর্শন

একজন মুমিনের জন্য সর্বোচ্চ সৌভাগ্যের বিষয় হলো আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন। দুনিয়ায় অনেক কিছু পাওয়াই আমাদের কাছে বড় অর্জন মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত সফল সে-ই, যে আল্লাহর প্রিয় হয়ে উঠতে পারে। তবে কিভাবে বুঝব যে, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন? পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এমন কিছু নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্ত বান্দাদের মাঝে পাওয়া যায়। আসুন, আমরা সেই নিদর্শনগুলো চিনে নিই—

পরীক্ষা নেয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও যারা সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। যারা বেজার হয়, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।^[১]

উত্তম প্রতিপালন

আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন, শৈশব থেকেই তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন। তার অন্তরে ঈমান গোঁথে দেন। তার বিবেককে

[১] বাইহাকি, হাদিস : ৯৭৮৪

শানিত করেন, ফলে সে ব্যক্তি সহজেই ভালোমন্দ পার্থক্য করতে পারে। সে ধাবিত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে, দূরে থাকে অসন্তুষ্টি থেকে। আল্লাহ তার আখিরাতে বিষয়াদি সহজ করে দেন। তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুতে শৃঙ্খলা দান করেন। তার অন্তর থেকে যাবতীয় দুশ্চিন্তা দূরীভূত করেন। ফলে সে নির্বিঘ্নে আখিরাতে সফলতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

রবের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের অন্তর রবের সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ ছাড়া কখনো প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। তবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে মৃত্যুর ভয় আছে। এটা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের আশার পরিপন্থি নয়। মুমিন মৃত্যুকে ভয় করে মৃত্যু কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক হওয়ার কারণে। সালাফগণের মধ্যে মৃত্যুর প্রতি অতি আগ্রহী এবং মৃত্যুকে খুব অপছন্দকারী—উভয় প্রকার মনীষীই ছিলেন। তাঁরা দুনিয়ার কোনো পছন্দের কোনো জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মৃত্যুকে অপছন্দ করতেন না, বরং তাঁরা মনে করতেন, হয়াত বেশি থাকলে বেশি সময় ধরে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামি করা যায়। একটা উদাহরণ দেয়া যাক—কখনো কখনো বাড়ির মালিক মেহমান আসার কথা শুনেও সাথে সাথে বের হয় না। সে মেহমানের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে এরপর সাক্ষাতে যায়। সালাফদের বিষয়টিও এমন। মৃত্যুকে অপছন্দ করে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা যায়। সার্বক্ষণিক নেক আমল এবং তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে সময় কাটানোই হলো আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার আলামত।



নবিজির সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো,
তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ
ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^[১]

সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ আল্লাহর প্রতি
আপনার ভালোবাসা এবং আপনার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন।
আপনার অনুসরণের পরিমাণ অনুপাতে ভালোবাসা হবে।

আলেমগণ বলেন, এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়াত।

হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কিছু লোক আল্লাহকে
ভালোবাসার দাবি করে, তাদেরকে এই আয়াতের মাধ্যমে পরীক্ষা করা
হয়েছে। যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে
না, তারা আসলে আল্লাহকে ভালোবাসে না।

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৩১

সুন্নাহ অনুসরণের ফযিলত

জান্নাতে প্রবেশ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

আল্লাহ তাআলা বলেন, সব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তার রাসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদনদী প্রবাহিত হয়। তারা সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটা মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করবে, এবং তাঁর (নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যাতে সে সর্বদা থাকবে। এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।^[১]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার প্রত্যেক উম্মাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে অস্বীকারকারী ছাড়া।’ সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, অস্বীকারকারী কে?’ তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে, অস্বীকারকারী।’^[২]

জান্নাতের সকল দরজা বন্ধ থাকবে, তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে গেলে খোলা পাওয়া যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় গিয়ে খুলে দিতে বলব। দ্বাররক্ষী বলবে, ‘কে আপনি?’ আমি বলব,

[১] সুরা নিলা, আয়াত : ১৩-১৪

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭২৮০

‘আমি মুহাম্মাদ।’ তখন সে বলবে, ‘আপনার জন্য দরজা খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনার আগে কারও জন্য আমি এই দরজা খুলিনি।’^[১]
সুতরাং যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করবে, তারা জান্নাতের পথে হাটতে পারবে না।

কবরের জীবন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের দাওয়াত কবুল করো, যখন তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।^[২]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘দাওয়াত কবুল করো’ অর্থাৎ, তাঁর ডাকে সাড়া দাও, ‘যাতে তোমাদের জীবন দান করে’ অর্থাৎ তোমাদের সংশোধন করেন।

আবু সাঈদ বিন মুআল্লাহ বলেন, আমি সালাত পড়ছিলাম তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমাকে ডাকলেন। আমি সালাত শেষ করার আগ পর্যন্ত তাঁর কাছে যাইনি। পরে তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে আসলে না কেন? আল্লাহ তাআলা কি বলেননি,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯৭

[২] সুব্বা আনকাল, আয়াত : ২৪



সময় মতো সালাত আদায় করা

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, সময় মতো সালাত আদায় করা।’ তিনি বললেন, ‘তারপর কোনটা?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘পিতামাতার সাথে সদাচার।’ তিনি বললেন, ‘তারপর কোনটি?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।’ তিনি বলেন, ‘আমি যদি আরও প্রকার জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও প্রকার উল্লেখ করতেন।’^[১]

সালাতের ওপর যত্নবান হওয়ার ফযিলত

দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .

নিশ্চয় মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা তাদের সালাতে আন্তরিকভাবে বিনীত।^[২]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৭০; মুশলিম, হাদিস : ৮৫

[২] সুব্বা মুমিনুন, আয়াত : ১-২

জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

এবং যারা নিজেদের সালাতের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে, এরাই হলো সেই ওয়ারিশ যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মিরাস লাভ করবে, তারা তাতে সর্বদা থাকবে।^[১]

সালাত অশ্লীল অনাচার থেকে বিরত রাখে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।^[২]

সালাত ঈমানের আলামত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।^[৩]

[১] সুরা মুনিযুন, আয়াত : ৯-১১

[২] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৫

[৩] সুরা নিসা, আয়াত : ১০৩



পিতামাতার সাথে সদাচার

পিতামাতার সাথে সদাচারের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا-إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا-وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারও
ইবাদাত করো না। পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করো, যদি পিতামাতার
কোনো একজন কিংবা উভয়ে তোমার কাছে বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়,
তাদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না বরং
তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করো। তাদের সাথে সমতাপূর্ণ
আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত রাখো এবং দুয়া
করো, হে আমার পালনকর্তা, তারা যেভাবে আমাকে শৈশবে লালন
পালন করেছেন তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।^[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

[১] সুরা বানি ইসরাইল, আয়াত : ২৩-২৪

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার উপদেশ দিয়েছি।^[১]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কে সদ্যবহারের অধিক হকদার?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ প্রশ্নকারী বললেন, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ প্রশ্নকারী আবার বললেন, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ প্রশ্নকারী আবার বললেন, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ প্রশ্নকারী আবার বললেন, ‘তারপর কে?’ তিনি এবার বললেন, ‘তোমার বাবা।’^[২]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়?’ তিনি বললেন, ‘সময় মতো সালাত আদায় করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর কোন আমল?’ তিনি বললেন, ‘পিতামাতার সাথে সদাচার করা।’^[৩]

অপর হাদিসে আছে, একজন লোক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার পিতামাতা কি জীবিত?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ, আমার পিতামাতা জীবিত।’ তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ‘তাহলে তাদের খিদমতের চেষ্টা করো।’^[৪]

[১] সুবা আহকাফ, আয়াত : ১৫

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৪৮

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২৭; মুসলিম, হাদিস : ৮৫

[৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩০০৪



উত্তম চরিত্র

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম চরিত্র পছন্দ করেন এবং নিম্ন চরিত্র অপছন্দ করেন।^[১]

সুন্দর চরিত্রের ফযিলত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় ওই মুমিনদের ঈমান পরিপূর্ণ যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।^[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিন বান্দা তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রাতে সালাত আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মর্যাদা অর্জন করে।^[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমলনামা পরিমাপের দাঁড়িপাল্লায় সুন্দর চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারি আর কোনোকিছু হবে না। আল্লাহ তাআলা অশালীন-খারাপ লোকের ওপর রাগান্বিত হন।^[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।^[৫]

[১] সহিহুল জামি, হাদিস : ১৮৮৯

[২] সহিহুল জামি, হাদিস : ১২৩০

[৩] আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৯৮

[৪] সহিহুল জামি, হাদিস : ১৩৫

[৫] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৯

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র।’ আর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন জিনিস মানুষদেরকে অধিক মাত্রায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? তিনি বললেন, ‘মুখ ও লজ্জাস্থান।’^[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে ঘরের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।^[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।^[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের মধ্যে একটি কামরা আছে, যার ভেতর থেকে বাহিরের অংশ দেখা যায়, বাহির থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা তা ওই ব্যক্তির জন্য বানিয়েছেন যে মানুষদের খাবার খাওয়ায়, নরম কথা বলে, বেশি বেশি রোযা রাখে; রাতে মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে যায়, তখন সে সালাত আদায় করে।^[৪]

একজন সালাফ বলেন, ‘তুমি অনেক মানুষকে ইবাদাত করতে দেখবে, অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকতে দেখবে, কিন্তু পরনিন্দা ও চোগলখোরি থেকে বাঁচতে দেখবে না।’

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দার ঈমান স্থায়ী হয় না তার অন্তর স্থির হওয়ার আগ পর্যন্ত। তার অন্তর স্থির হবে না, তার জবান স্থির হওয়ার আগ পর্যন্ত। কোনো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে রেহাই পায়।^[৫]

[১] সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৪২৪৬

[২] আত-তারগিব ১/২৬৭

[৩] সহিহুত তারগিব, হাদিস : ২৬৪৯

[৪] সুনানুত তিরমিযি, হাদিস : ২৫২৭

[৫] সহিহুত তারগিব, হাদিস : ২৮৬৫



আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবিকে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় এক লোক তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি মনে করেন যে, আপনি আল্লাহর রাসুল?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ লোকটি বলেন, ‘আল্লাহর রাসুল, কোন আমল আল্লাহর কাছে প্রিয়?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।’ লোকটি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, তারপর কোন আমল?’ তিনি বললেন, ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।’^[১]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযিলত

দীর্ঘ জীবন ও অফুরন্ত রিযিক

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চায়, তার রিযিকে বারাকাহ হোক এবং মৃত্যুর পর তার সুনাম হোক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সদাচার করে।^[২]

[১] আবু ইয়াল্লা, হাদিস : ৬৮৩৯

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৬



কিয়ামুল লাইল

কিয়ামুল লাইলের ফযিলত

জান্নাতের কামরায় প্রবেশের সুযোগ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় জান্নাতের মধ্যে একটি কামরা আছে, যার ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায়, বাইরে থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা তা ওই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করেছেন যে মানুষদের খাবার খাওয়ায়, বেশি বেশি সালাম দেয়, রাতে মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে যায়, তখন সে সালাত আদায় করে।^[১]

রাহমানের বান্দাদের সিফাত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا - وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা যমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন মূর্খ লোকেরা তাদের (তর্ক করার উদ্দেশ্যে) সম্বোধন করে, তখন তারা

[১] সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৬১৪



জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা।^[১]

যারা প্রকাশ্যে শাসকদের বিরোধিতা করে এবং তাদের রক্ত হালাল মনে করে, যারা জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, রাষ্ট্রের স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করে—এই হাদিস তাদের ভুলকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস বলছে, সত্যকথা শাসকের সামনে তুলে ধরতে হবে—মিস্বার, রাস্তাঘাটে ভিড় জমিয়ে মানুষের নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলা যাবে না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘জালিম শাসকের অধীনে ষাট বছর বসবাস করা শাসক ছাড়া তিন দিন বসবাসের চেয়ে উত্তম।’

এই বিষয়টি অনেক মুসলিম দেশেই দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যে লোকেরাই তাদের শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বের হয়েছে, তাদের প্রত্যাশিত কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হয়েছে।’

[১] সহিহুল জামি, হাদিস : ১৬৮

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস নিয়ে আলোচনা করি। তখন মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বললেন, আনবাতানা যাহহাক বিন মাখলাদি আন আবদিল হামিদ বিনবিন জাফরা বিন সালিহিন .. হাদিসের এইটুকু সনদ বলামাত্রই মৃতপ্রায় আবু যুরআ বলতে লাগলেন, হাদাসানা বন্দার ক্বালা, হাদাসানা আবু আসিম ক্বালা, হাদাসানা আবদিল হামিদ বিন জাফরা ক্বালা, হাদাসানা সালিহ বিন আবি আরিব ক্বালা, আন কাসির বিন মুররাতাল হাযরামী আন মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বালা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই হাদিস পাঠ করা মাত্রই আবু যুরআ মৃত্যুবরণ করেন।

কপাল ঘেমে যাওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনদের মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম হয়।^[১]

শুক্রবার দিন অথবা রাতে মৃত্যু হওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মুসলিম শুক্রবার দিনে অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।^[২]

জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শহীদের জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষ নিয়ামাত আছে—

এক. রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

দুই. তাকে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হয়।

[১] সুনানু নাসায়ি, হাদিস : ১৮২৯

[২] সুনানুত তিরমিযি, হাদিস : ১০৭৪

সুন্দর মৃত্যুর আলামত

মৃত্যুর সময় শাহাদাত পাঠ করা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।^[১]

মৃত্যুর সময় অনেক মানুষই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে পারে না। আপনি যদি যেকোনো জীবিত লোককে লা-ইলাহা ইল্লাহ পাঠ করতে বলেন সে খুব সহজে পাঠ করবে। মৃত্যুর সময় শাহাদাত পাঠ করতে গিয়ে মানুষের দুই ঠোঁট পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে যায়। এই কালিমাই সেই কালিমা নুহ আলাইহি সালাম যার দিকে এক হাজার বছর ডেকেছেন। এই কালিমার জন্য ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই কালিমার জন্যই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। এই কালিমার জন্যই মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরাউন ও তার লোকজন শাস্তির মুখে ফেলেছিল। আর এই কালিমার জন্যই আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদেরকে বারবার কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাঁরা অর্থসম্পদ এমনকি ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমিয়েছেন এই কালিমা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে।

আবু জাফর আস তাসতারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা আবু যুরআ রাহিমাহুল্লাহর কাছে গেলাম, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁর নিকট আবু হাতিম, মুহাম্মাদ বিন মুসলিম, মুনযির বিন শায়ান রাহিমাহুল্লাহ সহ বরেণ্য আলিমের একটি দল উপস্থিত ছিলেন। তারা তালকিনের হাদিস নিয়ে আলোচনা করছিলেন, কিন্তু আবু যুরআর মতো একজন জগদবিখ্যাত আলিমকে তালকিন করতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এক ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে আবু যুরআকে কালিমার তালকিন করবেন। সুতরাং তাঁরা বললেন, চলো আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৩১১৬



অন্তিম মুহূর্তে রবের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করে আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করেন। তখন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিংবা তাঁর অন্য কোনো স্ত্রী বললেন, আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা নয়। মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় যখন ঘনি়ে আসে তাকে আল্লাহর সম্ভ্রষ্ট বদান্যতার সুসংবাদ দেওয়া হয় ফলে তার কাছে এই নিয়ামতের চেয়ে প্রিয় কোনো কিছুই থাকে। তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফিরের মৃত্যু সন্নিকটে এলে তাকে আল্লাহর আযাবের দুঃসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার কাছে অপেক্ষমাণ শাস্তি সবচেয়ে অপ্রিয় মনে হয়। তাই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করে, আর আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।^[১]

[১] সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৬৫০৭

বলে—সালাম। আর তারা তাদের রবের জন্য রুকু আর সিজদাহতে
রাত যাপন করে।^[১]

মুত্তাকিদের গুণ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ-آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ-كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ-
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

মুত্তাকিরা অবশ্যই বাগান-বাগিচা ও বরনাধারার মাঝে থাকবে। তাদের
পালনকর্তা তাদেরকে যা কিছু দিবেন, তারা তা উপভোগ করতে
থাকবে। ইতঃপূর্বে (দুনিয়াতে) তারা তো পুণ্যবান ছিল। তারা রাতের
অল্প সময়ই ঘুমাত আর তারা শেষ রাতে ইস্তিগফার করত।^[২]

আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের প্রতিদান সম্পর্কে জানে না

আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ-فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

রাতের বেলায় তাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায়, এবং তারা
নিজ পালনকর্তাকে আশা ও ভয়ের সাথে ডাকে আর আমি তাদেরকে যে
রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি
জানে না তাদের জন্য প্রতিদান হিসেবে কী কী জিনিস লুকিয়ে রাখা
হয়েছে।^[৩]

[১] সুবা ফুৎকান, আয়াত : ৬৩-৬৪

[২] সুবা যাবিয়াত, আয়াত : ১৫-১৮

[৩] সুবা সাজদা, আয়াত : ১৬-১৭